মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

গাংনীতে ধান কেটে কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা কৃষকের ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ

করছেন।

গতকাল রোববার সকাল ১০ টার দিকে হাড়াভাঙ্গা দাড়ি পোড়ার মাঠে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা খেজমত আলী নামক প্রবাসীর ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

এ সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধানকাটা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নির্দেশে অসহায় গরীব চাষীদের ফসল তাদের ঘরে তুলে দেওয়ার যে
নির্দেশনা তারই ধারাবাহিকতায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্যরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডক্টর সেফটি বক্স স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা নিতে আসা রোগীদের করোনা ও ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করার জন্য ডক্টরস সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের সম্মুখে টিকিট কাউন্টারের সাথে চিকিৎসকদের জন্য সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দীন প্রধান হিসেবে উপস্থিত থেকে সেফটি বক্সের উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল খুলনা বিভাগীয় তত্বাবধায়ক কাজী সামসুল আলম, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক প্রকৌশলী জলিলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক প্রকৌশলী গরেশ চন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সেফটি বক্সের মধ্যে থেকেই রোগীদের কোন স্পর্শ ছাড়ায় কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং রোগীদের সকল ধরনের সেবা দিতে পারবেন। এতে চিকিসকদের চিকিৎসা দিতে কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না। চিকিৎসক কিংবা রোগী সকলেই শতভাগ সুরক্ষিত থাকবেন। একই সাথে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ বক্স স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

“সমাজের কল্যাণে মানবতার পাশে” প্রতিপাদ্য নিয়ে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ১১২জনকে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মরহুম এডভোকেট রুস্তম আলীর বাড়িতে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর কার্যালয় থেকে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত মার্চ মাসেও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ উপলক্ষ্যে গরিব অসহায় ১০০জনকে ত্রাণ সহায়তা প্রদাণ করা হয়েছিল।

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন- মোছাঃ নূরজাহান পারভীন, আসাদুজ্জামান খাঁন রাজ (এডমিন), তানভীর রহমান (মডেরেটর), সদস্য- নূর মোহাম্মদ খাঁন, রাজু আহাম্মদ, এম. এ মাবুদ, এম. সোহেল রানা, তুষার, সোহেল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে মউক এর ভ্রাম্যমাণ ইফতার বিতরণ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করতে এবং সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক সংস্থার আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে চত্তরে এক ব্যাতিক্রম ধর্মী ইফতার বিতরণের আয়োজন করে।

এলাকার পথচারী সহ সড়ক দিয়ে বিভিন্ন চলাচল রত পথচারী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে এ ইফতার বিতরণের

ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময়ে মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম, মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সহ মউক এর ভলান্টিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন পেনেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রিপন, এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী।

দর্শনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশেনের উদ্যেগে কর্মহীন পরিবারকে খাদ্য প্রদান

নোভেল করোনা ভাইরাস এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এবং অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভাইরাসের আঘাতে দিন দিন ক্রমবর্ধমান হারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে অতীতের যে কোন সময়ের মতো নাগরিক সমাজের অন্যতম সংগঠন ‘ওয়েভ ফাউন্ডেশন’ এই অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাড়িয়েছে। ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন তিনটি পর্বে চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল, চিড়া, ডাল ও বিস্কুট ২ হাজার ২৯০ পরিবারের মাঝে ৬১৮০টি মাস্ক, ৭১৬০টি সাবান, ৫৪৫০০ লিফলেট, পোস্টার ৯৮৬০টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যμম (বিলবোর্ড, ফেস্টুন, মাইকিং) ঢাকা মহানগর ও কর্ম এলাকার ১৭টি জেলায় ১০,৮৬,৭০৫ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে ও ৪৮,৭০৫ জন এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া খাদ্য সহায়তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ অর্থ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের ১ দিনের বেতন ৫ লাখ ৫৮ হাজার ১০৫ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গত ২১ এপ্রিল-২০২০ তারিখে হস্তান্তর বিগত ১৫ লাখ ৭০ হাজার ১৯৫ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ও সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল পিকেএসএফ এর সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে ৫০ হাজার টাকার চেক সমাজসেবা ঢাকা অফিসে সংস্থার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। এমনকি বাস্তবায়িত এসইআইপি প্রকল্পের চলমান ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১৪৮ জনের ব্যক্তিগত হিসাবে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হিসাবে ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পিকেএসএফ এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান আর্থিক অনুদান সহায়তা দেয় হয়।

সব মিলিয়ে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২৯ লাখ ১৮ হাজর ৩০০ টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্ম এলাকায় খাদ্য উপহার অব্যহত রয়েছে বলে উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান।

মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও

লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।

মেহেরপুর পৌর হাটে বিক্রেতা থাকলেও মিলছে না ক্রেতা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে গত ১০/০৫/২০ তারিখ থেকে অল্প পরিসরে হাট বাজার, মার্কেট চালু করার অনুমতি দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় মেহেরপুরের পশুর হাট।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, নেই কোন পশু কেনাবেচা। তবে দেখা যায় কিছু পোশাক বিক্রেতাদের ফুটপাতে বসে পোশাক বিক্রয় করতে।

ফুটপাতের পোশাক বিক্রেতা সামসুল হক জানান, দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে হাট-বাজার চালু হলেও নেই কোন আমাদের বেচাকেনা।

গরু ব্যবসায়ী জাকির মন্ডল জানান, আগে গরুর ব্যবসা করতাম এখন গরু বেচাকেনা বন্ধ তাই এখন পুরানো সাইকেলের ব্যবসা করছি।

অপরদিকে সবজি বিক্রেতাদের দেখা যায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে, সবজি বিক্রেতা থাকলেও নেই পর্যাপ্ত ক্রেতা। সবজি এনে সারা দিন বসে থেকেও মিলছে না ক্রেতা।